




 দ্রV করে। সর্দার পাটেলের সাথে তারা যোগাযোগ করে। টার मাবি মতো ধৃমকদের «্যাজনা অनেকটो কমানো হয়। বन्দী সত্যা্রহীদের মুকি দেওয়া হয়। বাজ্র্যাপ্তु জনি रिबिरिয়ে দেওয়া হয়।

বারদোলির কৃষক-সত্যাগ্রহ ওখু দেশের কৃষক আন্দোলনকেই নয়, জাতীয় শ্বীীীত সং্রামকেও শক্তিশালী করেছিন।

তেভাগা আন্দোলন (Tebhaga Movement) : ভারতের স্বাধীনতা লাভের চिक আগে ১৯৪৬ সালে অবিভক্ত বাংলার কৃষকদের সবচেয়ে বড় আন্দোনন হলো তেভাগা আন্দোলন। সেই সময় বড় বড় জমির মালিক ছিল জোতদাররা। তারা নিজেরা তাদের সমস্ত জমি চাষ করে উঠতে পারতো না। তারা ভূমিহীন বা খুব অब্প জমির มানিক কৃষকদের দিয়ে জমি চাষ করাতো। এদের বলা হতো ভাগচাষী বা বর্গাদার। বর্গা अমিতে তাদের কোনোরকম অধিকার ছিল না। জোতদারদের সাথে কোেো লিথিত হ্রিও থাকতো না। জোতদাররা ইচ্ছে করলেই বর্গাদার পাল্টাতে পারতো। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী, উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক অশশ বর্গাদার বা ভাগচাবীদের জোতদার বা অমির মালিকদের দিতে হতো। ১৯৪৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে বস্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার লেতৃত্বে বর্গাদাররা আন্দোলন ওরু করে। বর্গাদাররা ছিল সবচেয়ে শোষিত ও নিপীড়িত ক্বক। জোতদারদের থেকে সামান্য বেট্রুকু পেত তা নিয়ে তাদের সংসার চালানো মम্টব হয়ে পড়তো। অবিভক্ত বাংলার প্রায় ৬০ লাখ ভাগচাবী ধর্ম-জাতি-লিন্গ निर्বিশxষে চরমপছী আন্দোলনে đাঁপিয়ে পড়েছিল। তাদের দাবী ছিল তাদের উৎপন্ন ক্সলের অর্ধেক নয়, তিন ভাগের এক ভাগ তারা জমির মালিককে দেবে। ফসসের
 অধ্যেই এই আন্পোলন তীব্র আকার ধারণ করনো। আন্দোলনের ব্যাপ্তি ছিল অবিভক্ত đাঁ্ना জুড়ে। উত্তর বাংলার দিনাজপুর, জनপাইఅড়ি, বর্ধ্ধমান, ছগলী, মেদিনীপুর, চষ্ষিশ পরগগা, অখুনা বাংলাদেশের রংপুর, পাবনা, যশোর প্রভৃতি বিভিম অঞ্চেলে এই आাम্मে|नন ছড়িয়ে পড়ে। ভাগচাবী-বর্গাদারদের স্নোগান ছিল-'আধি নয়, তেভাগা
 টেচ্পোরারি রেওলেশন বিল’ চালু হহ। বাস্তবে, বৈপ্পবিক ভাগচাবী আস্দোলন্লম

 প্রকাশ করেছেন যে এর एলে ভূমির মালিকানা ও রাজস্ব সংত্রন্ত কর্క్ర৩णল চ্যালেঞ্রের মুঙে পড়েছিল।

তেলেঙ্গা आন্भোলন (Telengana Movement) : ভারত স্বধীীন इট্যার आগে ব্রিটিশ সরকারের অধীন থাকলেও হায়্রাবাদ শাসন করতো নিজাম। হায়प্রানাদ তিনটি ভাষাভিত্তিক অঞ্চলকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল-তেলেঙানা অঞ্চলের অধিবাभীয়া তেলেও ভাষায় কथা বলতো, মারাঠওয়ার অঞ্চলে ছিল মারাঠীভাবী মানুষদের বসরাभ আর একটা ছোট অঞ্চল ছিল সেथানকার অধিবাসীরা কানাড়া ভাষায় কথা বলতো।এই অঞ্চলজলির জমির মালিকানার ধরণ ছিল চরম শোষণমুলক। অধিকাংশ উর্বর জমিন মালিকানা ছিল সরাসরি নিজাম কিংবা তাদের ঠিক করা জায়গীরদারদের হাতে। যারা প্রকৃত জমি চাষ করতো সেই গরীব কৃষকদের চাষের জমিতে কোনো রকম আইনী अधिকার ছিল না। জমির মালিকরা যথন তथन তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ কহচে পারতো। এই অধ্চলে চরম শোষণমূলক ‘ভেত্তি’ (Vetti) ব্যবস্থা চালু ছিল। এই বাবম্থ অনুসারে ‘নীহ’ জতভুক্ত কৃষকদের বাধ্যতামূনকতাবে জমিদাররা মর্জিমাফিক বিতিন ধরনের কাজ করাতে পারতো। এই পরিবারওুলি প্রতিদিন জমিদারবাড়িতে কোো একজনকে পাঠাতে বাধ্য থাক্তো এইসব কাজ করতে।

ゝ৯৩8 সালে অক্ধু মহাসভা নামের একটি সংগঠন বিভিন্ন ধরনেন্র শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে গরীব কৃষক্দের সংগঠিত করতে ওরু করে। তারা 'ভে尺ি’ প্রথার অবসান দাবি করে, জমি-রাজস্ব জ্রাস করা, প্রয়োজনে মকুব করার দাবি করে। ১৯৪২ সালে কমিউনিষ্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞ তুলে নেওয়ার পর অন্ধ্রমহাসভার আন্দোলনে দ্রতত কমিউনিষ্ট পার্টির প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারা সংঘম্ (villagelevel committee) গঠন করেে দ্রততত এবং সাফ্যে্যের সঙ্গে তেলেঙানা অঞ্চলের গরীব কৃষক, লেতমজুর, দরিম্র প্রজা ইত্যাদিকে সংগঠিত করতে ঈরু করে।

১৯৪৬ সালের 8 জুলাই জমিদারদের হিংসা ও সষ্জ্রাসের বিরুদ্ধে কৃষকরা বিরাঁ মিছিন বার করে। মিছিল জমিদার বাড়ির কাছে পৌছতেই জমিদার আশ্রিত অখারা মিছিন লক্ষ্ করে ওুি চালাতে ওরু কররে। অুলিতে দোদ্দি কোমরাইয়া (Doddi Komarayya) নামে এক সংঘম্ ন্নোর মৃত্যু হয়। আশপাশের গ্রামণলিতে এই খব্র ছড়িয়ে পড়ে। উত্তেজিত গ্রামবাসীরা জমিদার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে লেষ৷। কোমারাইয়ার মৃত্য তেলেগানার কৃষকদের বিক্কুক্ক করে তোলে। তারা বিদ্রোহ হ্যেষ্া

